R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং---১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১৮ই আগষ্ট, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুরে বিচার ব্যবস্থা সর্বত্র অগোছালো আদালত চত্বর কার্যত জঙ্গলে পরিণত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকের বিচার ব্যবস্থা চলছে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও মহকুমা শাসকের দপ্তরে মোট তিনটি বিভাগে ন'টি কোর্টের মাধ্যমে। সব কোর্টেই সাধারণ মানুষ বিচারের থেকে হয়রান হচ্ছেন বেশী বলে অভিযোগ। বিভিন্ন মোকদ্দমায় সরকারী সাক্ষী হিসাবে যাঁরা মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসেন তাঁদের যাতায়াত খরচ বাবদ প্রতি কিলোমিটার ৬৫ পয়সা হিসাবে বাস ভাড়া ও রাহা খরচ ৮ টাকা দেওয়া হয়। বর্তমানে ঐ খাতে অর্থ না থাকায় সামান্য টাকা ও সরকারী সাক্ষীরা পান না। তাই কেউ সাক্ষী দিতে না আসায় বিচারও সুষ্ঠুভাবে হয় না। জে, এম সেকেন্ড কোর্টে এ, পি, পি না থাকায় বর্তমানে ফার্স্ট কোর্টের এ, পি, পি দিয়ে উভয় কোর্টের কাজ চলছে। দুই কোর্ট দেখতে গিয়ে এ, পি, পি কোন কোর্টেই সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন না। সরকারী ঘরে মোহরারদের ল ক্লার্ক ইউনিয়ন অফিস এবং এ্যাডভোকেট লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের চেম্বার অবাধে চলছে। সেকেন্ড মুন্সেফ কোর্ট চত্বর আগাছায় ভর্তি। এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে যেতে সেডের প্লাষ্টার যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। কোন মুন্সেফেরই সাকসেসন সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা না থাকায় বহু মানুষ ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে টাকা থাকা সত্বেও তুলতে পারছেন না। ডি, ই, বি, জি, আর কেসের ট্রায়াল বা বিচার না হবার কারণে সাধারণ মানুষ হয়রান হচ্ছেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের ডেপুটেশনে শব্দ দূষণের অভিযোগ, প্রশাসনের গড়িমসিতে জঙ্গিপুর স্কুল বন্ধ করতে হলো

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১২ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের বিডিও-র কাছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান, বিজয় সিংহ রায় ও জয়কুমার জৈন। তাদের বিক্ষোভ ছিল গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের গৃহ নির্মাণের টাকা বন্টন নিয়ে ও ১৫০ ব্যাগ মিনিকিট বিতরণের দলবাজী ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব করার বিরুদ্ধে। এছাড়া ইন্দিরা আবাস যোজনায় বরাদ্দ টাকার হিসাবেরও দাবী তোলে কংগ্রেস। বিডিও জানান, "একই দাবীতে গত ১২ জুলাই কংগ্রেস ডেপুটেশন দেয় ও সঠিক তদন্তের দাবীতে আমাকে ১৫ দিন সময় দেয়। সেদিন তারা আমায় রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অফিসে ঘেরাও করে রাখে। আসলে বানভাসি গৃহহারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যে তালিকা তৈরী করা হয়েছে, তাতে কংগ্রেস সন্তুষ্ট নয়। তালিকা থেকে বাদ যাওয়া মানুষের নামও আমাকে তালিকাভুক্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছে।" গত ১২ আগষ্ট কংগ্রেসের দেওয়া সময় সীমার মধ্যে কোন কাজ না হওয়ায় তারা পুনরায় বিডিও-র কাছে ডেপুটেশনে আসে। অন্যদিকে ডেপুটেশনে উচ্চস্বরে মাইক ব্যবহার করায় বিডিও অফিস সংলগ্ন জঙ্গিপুর স্কুল কর্তৃপক্ষ (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঘেরাও-এর নামে অধ্যক্ষর উপর অমানুষিক জুলুম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ আগষ্ট জঙ্গিপুর কলেজে এস এফ আই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সব ছাত্রকে ভর্তি ও কলেজ ছাত্রাবাস সংস্কারের দাবীতে অধ্যক্ষকে দীর্ঘ সময় ঘেরাও করে রাখা হয়। নবাগত অধ্যক্ষ আবু এল শোকরানা মন্ডল ছাত্র নেতাদের দাবী পূরণে প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁর ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। ঘরের দরজা জানালা এমনকি (৩য় পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ ও জঙ্গিপুরে ১০ লক্ষ টাকার মাল আটক

ধুলিয়ান ঃ গত ৭ আগষ্ট স্থানীয় কাস্টমস্ ও নিমতিতা বি এস এফের যৌথ উদ্যোগে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় ফেরীঘাটে ৩০০ বস্তা পিঁয়াজ আটক হয়। এছাড়া জঙ্গিপুর খোশালপুর ঘাটে এক লরি (WB-03/83151) বিদেশী ভাঙ্গা জাহাজের বিভিন্ন দ্রব্যাদি সমেত বহু পিতলের সামগ্রী উদ্ধার হয়। গত ৬ আগষ্ট নিমতিতায় ধরা পড়ে বেশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঘন ঘন ৫০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়ায় ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক উদ্বিগ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত কয়েকদিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জে ষ্টেট ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে বেশ কয়েকটি ৫০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়ে। খবরে প্রকাশ, ১৩ আগষ্ট কোন এক ব্যাঙ্কের ৫০০ টাকার বান্ডিল থেকেও নাকি ষ্টেট ব্যাঙ্কে জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এর আগে পোষ্ট অফিসের বান্ডিল থেকেও ৫০০ টাকার নকল নোট ব্যাঙ্ক কর্মীরা উদ্ধার করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হচ্ছে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ আশু প্রয়োজন ॥

ভারতের সর্বত্র নিরাপত্তাকে জোরদার করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কখন, কোথায় মাইন অথবা বোমা বিস্ফোরণ হইবে, বলা যায় না। নরহত্যা ও দেশের সম্পত্তি বিনষ্ট করার আয়োজন চলিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরে পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তান স্বদেশে ও বিদেশে হতমান হইয়াও হাল ছাড়ে নাই। কাশ্মীর অঞ্চলে সংঘর্ষ থামে নাই। গুজরাত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর আক্রমণের জাল বিস্তার করিয়া পাকিস্তান শান্তির সদিচ্ছার নমুনা দেখাইতেছে। বাসযাত্রার মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল শান্তির বাণী; পাইল কারগিল সংঘর্ষ। পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত ভারতীয় জওয়ানদের দেহে মানব সভ্যতার পরিপন্থী স্বাক্ষর রাখিয়াছে; ভারত পাকবন্দীদের সসম্মানে মুক্তি দিয়াছে।

পাকিস্তানের আই এস আই বেপরোয়া হইয়া ভারতের সর্বত্র অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে তৎপর হইয়াছে। দোসর হিসাবে পাইয়াছে উলফা, এন এস সি এন, এম পি এল এফ, টি পি এল এফ প্রভৃতি উগ্রপন্থী জঙ্গি দলগুলিকে। ইহাদের সহায়তায় অসম, পশ্চিমবঙ্গে রেলপথ, সড়কপথ দূর-নিয়ন্ত্রিত বোমা দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে; ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটান হইতেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পরিকল্পনা চলিয়াছে। সরকারী ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থান-সমূহ, তৈলশোধনাগার প্রভৃতি ধ্বংস করিবার পন্থার সন্ধান চলিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আর ডি এক্স, পাতিয়া রাখা মাইন, দূরনিয়ন্ত্রিত বোমা উদ্ধার করা হইতেছে। ব্যাপক নরহত্যা ও সন্ত্রাস ছড়াইয়া দিয়া ভারতের মানচিত্র হইতে জম্মু-কাশ্মীরকে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অন্য রূপ দিবার গভীর চক্রান্ত করিতেছে পাকিস্তান, এইরূপ ধারণা অনেকেই করিতেছেন। ভারতের বহু স্থানে আই এস আই-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা দেশের নানা জায়গায় ঘাঁটি করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

কি পূর্বে, কি পশ্চিমে, অনুপ্রবেশকারীরা এইদেশীয় স্বসম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশিয়া যাইতে পারিতেছে। তাই তাহাদেরকে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ আচার-ধর্ম-কৃষ্টি-চিন্তাভাবনায় তাহারা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত এখানকার মানুষের সঙ্গে এক হইয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি হওয়ার পশ্চাতে একটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। কাহারা বহিরাগত, তাহা চিহ্নিত করা দেশের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ভারতের সর্ববিধ গোয়েন্দা বিভাগকে যথেষ্ট সচেতন এবং সক্রিয় থাকিতে হইবে। আর সর্বশ্রেণীর নাগরিককে ভাবিতে হইবে যে, দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থরক্ষার গুরুত্ব বেশী। নির্বাচনান্তে যে দলই শাসন ক্ষমতা লাভ করুক না কেন, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডত্ব ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। 'ভোটব্যাঙ্ক' দেশ অপেক্ষা বড় নহে। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক কার্যধারাকে শক্তিশালী করিতে হইবে। পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষপ্রসূত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের অস্বাস্থ্যকর কারবার প্রসঙ্গে

২৩ জুন প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১। আমি প্রায়ই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকি না বলে যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন B. M. O. H এইভাবে এত বছর (৫) এক হাসপাতালে থেকে কাজ করেন না। ২। সুপারভাইসর মিটিং-এ থাকে না বলে যে অভিযোগ এনেছেন তারও কোন যুক্তি নেই। হাজিরা খাতায় এর সত্যতা প্রমাণ করবে। ৩। হাসপাতালের গাছ বিক্রির ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা এবং বেনিয়ম হয়নি। জনস্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা কার্যকরী হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন রকম তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ৪। জনৈকা সিষ্টারকে নিয়ে যে কুৎসা রটিয়েছেন তারও কোন যুক্তিগ্রাহ্য সত্যতা আছে বলে মনে করিনা। তার সঙ্গে ষ্টাফ হিসাবে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যাপারে যে অভিযোগ করেছেন তা অত্যন্ত মানহানিকর এবং আপত্তিজনক। ভবিষ্যতে এরজন্য আপনি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন। ৫। অফিসের বড়বাবু প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন এমন অসত্য খবর কোথা থেকে পেয়েছেন জানিনা। এটা সম্পূর্ণ আমার administrative ব্যাপার। তার উপস্থিতি নিয়ে আমার কোনরূপ অভিযোগ নেই। ৬। আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি অফিসের কাজে সহযোগিতা করেন মাত্র। আর এটা আমার সম্পূর্ণ এক্তিয়ারভুক্ত। হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব ভাগ করে নিই। এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তির নাকগলানো অনধিকার চর্চা বলে আমি মনে করি। যদি কোন অভিযোগ তার নামে আসে তবে তদন্তসাপেক্ষে তার ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

শ্রী (ডাঃ) মৃত্যুঞ্জয় গায়েন
তাং ইং ১৭/৭/১৯৯৯ বি. এম. ও. এইচ.
তেঘরী হাসপাতাল

প্রতিবেদকের বক্তব্য : সংবাদ যা প্রকাশিত হয়েছে, তা ভুক্তভোগী গ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত-সাপেক্ষে। আপনার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনুপস্থিতির অভিযোগ গত জুন-জুলাই মাসের গড় হাজিরাই প্রমাণ করে। যার ফলে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের কর্মীদের সঠিক সময়ে বেতন হয়নি বলে আমাদের দপ্তরে অভিযোগ আসে। তবে গড় হাজিরার প্রমাণ আপনার হাজিরা খাতা দেবে না, যেহেতু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সর্বময় কর্তা আপনি, হাজিরা খাতা আপনার দখলেই থাকে। প্রমাণ দেবে গ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। হাসপাতাল চত্বরের গাছ কাটা কোন সরকারী আধিকারিকের অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে বা গাছ বিক্রির কি পরিমাণ টাকা কোন্ খাতে জমা পড়েছে তার উল্লেখ করেননি। জনৈকা সিষ্টারের সঙ্গে আপনার সুসম্পর্কের নজির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য কর্মীদের কোয়ার্টারের বাইরের আলো আপনার মৌখিক নির্দেশে রাতে বন্ধ থাকা। আপনার অফিসের বড়বাবুর অনুপস্থিতির সত্য বা অসত্য খবর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। সেখানে আপনার মতামত গৌণ। জনৈক আবদুর রহমান আপনাকে অফিস কার্যে কেমন সহযোগিতা করেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আপনার মদতে তার ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ঝুলে থাকা। এটাও আপনার এক্তিয়ারভুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে সত্যিই আমরা অনভিজ্ঞ। চিঠির শেষে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা গেল প্রকাশিত সংবাদ বুঝতে আপনার কোথাও অসুবিধা হয়েছে। কারণ সংবাদে সবই অভিযোগ আকারে প্রকাশ পেয়েছে—যা সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তদন্ত করলেই এর সত্যাসত্য প্রকাশ পাবে। এছাড়া অফিসের কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত কাজে যথেচ্ছ সরকারী এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের অভিযোগও যথোপযুক্ত তদন্তের অপেক্ষায় থাকল।

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬৬২২৮

প্রাকৃতিক দুর্যোগেও বামফ্রণ্টের ডাকে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও সারা রাজ্যের সঙ্গে মহকুমাতেও বামফ্রণ্টে ডাকে ১৫ আগষ্ট সকাল ১১টা থেকে ১১টা ৫ মিনিট পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। জাতীয় অখণ্ডতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রক্ষার শপথ নিতে ঐ দিন প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ জঙ্গিপুর মহকুমায় এই কর্মসূচীতে সামিল হয়েছেন বলে বামফ্রণ্টের সূত্রে জানানো হয়েছে। ফুলতলা, সাইদাপুর, জোতকমল, পিয়ারাপুর, উমরপুর, তালাই, আহিরণসহ বিভিন্ন স্থানে বামফ্রণ্টের নেতারা শপথবাক্য পাঠ করান। জঙ্গিপুর জোনে ১৫ হাজার কর্মী এই কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছেন বলে জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ আগষ্ট জঙ্গীপুর পৌরসভা ভবনে রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দুপুর ১টায় বিজ্ঞান বিষয়ক এক সেমিনার হয়ে গেল। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল পরিবেশ দূষণ। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক স্কুলকে আমন্ত্রণ করলেও প্রতিযোগীর উপস্থিতি ছিল নগণ্য। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বিচারকের আসনে ছিলেন জঙ্গীপুর কলেজের তিন অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী, সুস্মিতা সান্যাল ও ফুরকান আলি খাঁন। প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচজন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে রণময় সরকার জেলা প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়।

জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ

ব্যারাক স্কোয়ার (পশ্চিম)

পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

আপনি কি

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসছেন

বা

বসতে ইচ্ছুক?

তা হলে প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার জন্য জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ-এ আসুন।

এখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন W.B.C.S., BANKING, CLERKSHIP, RAIL ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে।

যোগাযোগ করুন :—

জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ

যোগাযোগের সময় :—কাজের দিন ১২টা থেকে ৭টা

No. 260 (34) Inf./Msd. (9/7/99)

ফোন : ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি, সি, এণ্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস : নূতন বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

মহকুমায় সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস পালন

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ১৫ আগষ্ট ৫৩ তম স্বাধীনতা দিবস উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহকুমাতে পালিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজেও পতাকা উত্তোলন করা হয়। মহকুমা সদর রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানায় পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি পতাকা উত্তোলন ও জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করে। ঐ দিনই থানা প্রাঙ্গণ লাগোয়া আরেকটি মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসোসিয়েশন নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করে। এই দিন আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের পুরোনো ভবনে উৎসব পালন করে। বিদ্যালয়ের নতুন ভবনে বিকালে ষ্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে স্থানীয় সতীপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর মাতৃদেবী প্রভাবতী দেবীর স্মৃতিতে উচ্চ মাধ্যমিকে মহকুমায় বিজ্ঞান বিভাগে কৃতি তিন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করেন। কৃতি ছাত্রীদের মধ্যে ঋতুপর্ণা ব্যানার্জী, শাশ্বতী দত্ত ও সাগরদীঘি স্কুলের এক ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতি বছর এই পুরস্কার দেবার জন্য প্রয়াত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের এই কৃতি পুত্র বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী ১৫০০০ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল হেলথ হোমকে দান করেছেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌর প্রধান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ও বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রভাতফেরী বের করা হয়। বিকেলে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এক সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। পৌরসভা, ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের স্থানীয় শাখা ও ফরাক্কা ব্যারেজের আহিরণ ইউনিটে দিনটি গুরুত্বসহকারে পালিত হয়েছে।

জঙ্গিপুর স্কুল বন্ধ করতে হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিডিও-র এবং পরে এসডিওর কাছে শব্দ দূষণের ব্যাপারে অভিযোগ করলে প্রশাসনের দুই কর্ণধারই নিজেদের অসহায়তার কথা জানালে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেলা একটা নাগাদ স্কুল বন্ধ করে দেন। তবে মহকুমা শাসক সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে ভবিষ্যতে এব্যাপারে অনুরোধ করবেন বলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নাকি আশ্বাস দেন। জঙ্গিপুর স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান স্কুল লাগোয়া জঙ্গিপুর কলেজ এব্যাপারে উদাসীন থাকলেও ঠিক একই কারণে আমাদের পূর্বেও একদিন স্কুল ছুটী করে দিতে হয়। এ ব্যাপারে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "স্কুল, কলেজ, হসপিটালের কাছে কোন লাউড স্পীকারই ব্যবহার করা যায় না। এ ব্যাপারে প্রশাসন নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। আর যে কোন রাজনৈতিক দলেরও এ ব্যাপারে সম্যক ধ্যান ধারণা থাকা উচিত।" বিধায়ক হবিবুর রহমানের বক্তব্য, 'এরূপ স্থানে বিডিও অফিস করাটাই ভুল হয়েছে।'

অমানুষিক জুলুম (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফ্যান লাইট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাবার জল এমনকি বাথরুম পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি বলে খবর। অন্ধকারে গরমে প্রায় পাঁচ ঘন্টা ঐ ভাবে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন অশিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপকের চেষ্টায় অধ্যক্ষকে ঘেরাও মুক্ত করা হয়। ঘেরাও-এর নামে এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা জঙ্গিপুর কলেজ ইতিহাসে বিরল। এব্যাপারে কলেজ গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই ধরনের অন্যায় কোন দিন প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তী খবরে জানা যায়— কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ছাত্রাবাস সংস্কারে হাত দিয়েছেন।

১০ লক্ষ টাকার মাল আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু বিড়িপাতাসহ কয়েকজন বাংলাদেশী চোরাকারবারী, মনিহারী দ্রব্যসহ নৌকা। ধৃত বাংলাদেশী গ্যাং লিডারের নাম শাহিদুল ইসলাম। ধৃতদের সকলকেই জঙ্গিপুর আদালতে চালান করা হয়েছে। বর্তমানে ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদের ঘাট দিয়ে যে পরিমাণে পিঁয়াজ বাংলাদেশে যাচ্ছে তাতে নির্বাচন ও পুজোর মুখে পিঁয়াজের দাম আবার বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষ। বি এস এফের নয়া সার্জেন্ট বলেন, 'আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করলে চোরা চালান বন্ধ করবই।' তবে এই চোরাচালানের সঙ্গে ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ ও জঙ্গিপুরের বহু ব্যবসায়ী যুক্ত আছে, তাদেরও উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে বি এস এফ। এই সামগ্রিক অভিযানে মোট ১০ লক্ষ টাকার মাল ধরা পড়েছে বলে কাষ্টমস ও বি এস এফ সূত্রে জানা যায়।

ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক উদ্বিগ্ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘন ঘন ৫০০ টাকার জাল নোট চিহ্নিত হওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি ধরা না পড়লে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গুণাগার দিতে হবে এই ভীতিও কর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এস, বি, আই জঙ্গিপুর শাখা কর্তৃপক্ষ ৫০০ টাকা নোটের ব্যাপারে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ব্যাঙ্কে প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিয়েছেন বলে জানা যায়। তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর মতে পুরাতন ৫০০ টাকার নোটই এ পর্যন্ত জাল বলে ধরা পড়েছে। জাল নোটের পিছন দিকটা আসল নোটের থেকে কিছুটা ঝাপসা ছাপা থাকছে—আপাতত এই প্রকারভেদ দেখেই ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষকে ৫০০ টাকার নোট ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেবার পরামর্শ দেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

জঙ্গলে পরিণত (১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে খবর। পুলিশ কোর্টে জরুরী নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কোন আলমারি না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ বহু কাগজপত্র চেয়ারে, টেবিলে এমনকি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পুলিশ কপি হয় না বলে মানুষ ন্যায্য বিচার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। দু'জন হোমগার্ড দীর্ঘ ১৮/২০ বৎসর ধরে 'কল ফর' করে কাজ করতেই যেন ব্যস্ত। জঙ্গিপুর কোর্টের এই ধরনের অগোছালো ব্যবস্থা ভূতের রাজত্বের মত ভয় দেখায়।

এখানে কাজের জন্য কোম্পানীর সেলস বয় চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন।

ইউনিক এন্টারপ্রাইজ
বুবাই রায়
১৯৪, অরবিন্দ পল্লী
রঘুনাথগঞ্জ

স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক্স
অলোক দাস
কাপড়পট্টি
রঘুনাথগঞ্জ

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবল্, টি), এফ. ডাবল্. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%
(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।